ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 843-850
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.075

ভিটগেনস্টাইনের চিত্রতত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা

ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.01.2025; Accepted: 18.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Wittgenstein is a renowned philosopher of language. Philosophers of language believe that humans speak about the world and worldly objects through the use of language. Therefore, the only way to understand the structure of thoughts or experiences related to the world and its objects is to understand the structure of language. The way to understand this structure is through the analysis of language. However, the key question here is: What is the relationship between language and the world? In addressing this relationship, Wittgenstein presents a theory of meaning known as the "Picture Theory" in his work Tractatus Logico-Philosophicus. According to him, "The proposition only asserts something, in so far as it is a picture." In other words, since a proposition is a kind of picture, it is possible to describe something through a proposition. This paper attempts to clarify, as precisely as possible, the conditions under which a proposition can be a picture of a state of affairs or an event.

Keywords: Atomic facts, Elementary propositions, Structure of pictures, Relation of pictorial representation, Logical form.

ভূমিকা:

"… the most apostolic and the ablest person I have come across since Moore."[1]

এরূপ বাক্যবিন্যাসের দ্বারাই দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ ভিটগেনস্টাইনের কর্মদক্ষতা ও দার্শনিক মনোভাবের নির্দেশ করেছিলেন। রাসেল ও জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুরের সমকালীন অথবা পরবর্তী একজন সুযোগ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাষা দার্শনিক হলেন ভিটগেনস্টাইন। তিনি তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দার্শনিক আলোচনায় ভাষার গুরুত্বের দিকটি দেখিয়েছিলেন । তিনি বলেন, 'the method of formulating these problems rests on the misunderstanding of the logic of our

[1] Russell. B, Autobiography (Unwin Paperbacks. London. 1987) Pg-213

language.'[2]। এই বাক্যাংশ থেকে একটি বিষয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, ভাষার যুক্তিকে ভুলভাবে অনুধাবনের ফলেই দার্শনিক সমস্যাগুলি দেখা দেয়। এই সূত্র ধরেই বলতে হয় যে, যদি এই ভাষার যুক্তিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়, তাহলে দার্শনিক সমস্যাগুলির সমাধান করা যেতে পারে। তবে, ভাষার স্বরূপকে না অনুধাবন করতে পারলে, ভাষার যুক্তিকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কেননা, ভাষায় অন্তর্নিহিত যুক্তি ভাষার স্বরূপের মধ্যেই নিহিত। ফলে ভাষার যুক্তিকে অনুধাবন করতে হলে ভাষার স্বরূপকে অনুধাবন করতে হবে। এই ভাষার স্বরূপকে অনুধাবন কার্যের দার্শনিক প্রয়াসরূপেই ভিটগেনস্টাইন কলমের খোঁচায় *Tractatus: Logico Philosophicus* ও *Philosophical Investigation* নামক দুটি যুগান্তরকারী গ্রন্থ নিঃসৃত হয়েছে। তিনি তাঁর *Tractatus* নামক গ্রন্থে তিনি দাবি করেন যে, ভাষার মাধ্যমেই জগতের যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। এই বর্ণনার যথার্থতা প্রতিপাদিত হয়, যখন ভাষা ও জগতের মধ্যেকার সম্বন্ধকে যথাযথভাবে জানা যায়। এই সম্বন্ধকে জানতে হলে, অবশ্যম্ভবীরূপে জগত ও ভাষার স্বরূপ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী জানা প্রয়োজন।

জগত ও ভাষা: ভিটগেনস্টাইন তাঁর *Tractatus* নামক গ্রন্থে জগতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'World is the totality of facts, not of things.'[3] তবে এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তব জগতে বস্তু নেই, কেবল ব্যাপারই আছে। বস্তুত, বাস্তব জগতে ব্যাপার যেমন আছে, তেমনি বস্তুও আছে। এর অর্থ হল — জগতের (বাস্তব জগতের) যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব ব্যাপারসমূহের সমন্বয়রূপে, বস্তুসমূহের সমষ্টিরূপে নয়। ব্যাপার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্যাপার হল পরিস্থিতি বা আণবিক ব্যাপারের (Atomic fact) অস্তিত্ব।[4] মূলত তিনি বলেন, জগতের কম-বেশি অধিকাংশ ব্যাপারই যৌগিক ব্যাপার। এই সকল যৌগিক ব্যাপারগুলিকে বিশ্লেষণ করলে এমন কিছু ব্যাপারকে পাওয়া যায়, যে ব্যাপারগুলিকে আর বিশ্লেষণ করে কোন ব্যাপার পাওয়া যায় না; সেই সকল ব্যাপারকেই আণবিক ব্যাপার বলা হয়ে থাকে। আণবিক ব্যাপার সম্পর্কে তিনি বলেন, 'An atomic fact is a combination of objects (entitis, things)'।[5] ভিটগেনস্টাইন আণবিক ব্যাপারকে ব্যাপার হিসেবে সরল বললেও তাদের গঠনকারী অংশ হিসাবে বস্তুর (Object) কথা উল্লেখ করেন। তিনি 'বস্তু' বলতে বুঝিয়েছেন সরল এমন বিষয় যার আর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এই বস্তুগুলি কেবলমাত্র সরলই নয়, এরা বর্ণরহিত।[6] তবে তিনি 'বর্ণ' বলতে কেবল রূপের কথাই বোঝাননি। তাঁর মতে, 'বর্ণ' শব্দের অর্থ হল যে কোন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য গুণ, যেমন আকৃতি, আয়তন ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বস্তু নিছক ব্যক্তিপদার্থ মাত্র, যার কোন জাগতিক ধর্ম নেই[7]।

---

[2] Preface, Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P-23

[3] 1.1, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P-25

[4] "What is the case, the fact, is the existence of atomic fact." *Tractatus*, 2, P-25

[5] 2.01, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, P-25

[6] "Objects are colourless." *Tractatus* 2.0232, P-27

[7] "It is obvious that in the analysis of propositions we must come to elementary propositions, which consist of names in immediate combination". Quoted by Passmore – Hundred Years of Philosophy. Penguin Books. 1984. P. 353

ভিটগেনস্টাইন তাঁর গ্রন্থে ভাষার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'The totality of propositions is the language.'[8] অর্থাৎ ভাষা হল বচনের সমগ্র বা সমষ্টি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার বচনগুলির মধ্যে অধিকাংশ বচনই যৌগিক বচন। তাঁর মতে, এই যৌগিক বচনকে ক্রমান্বয়ে সরল থেকে সরলতম বচনে বিশ্লেষণ করতে থাকি, তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্লেষণ একটি পর্যায়ে এসে সমাপ্ত হতে হয়, যে পর্যায়ের বচনকে আর বচনে বিশ্লেষণ করা যায় না। বচনের জগতে এরূপ অবিশ্লেষণযোগ্য, সরল বচনকেই মৌলিক বচন (Elementary Proposition) বলা হয়। এগুলিই বচনের পরিমন্ডলে সর্বাপেক্ষা সরলতম একক। তবে এর অর্থ এই নয় যে, এই বচনগুলির কোন অংশ নেই। মৌলিক বচনগুলির অংশ কোন বচন না হলেও, এগুলির অংশ হিসাবে তিনি নামের (Name) কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'An elementary proposition consists of names. It is a nexus, a concatenation of names.'[9]। তবে তিনি 'নাম' শব্দটি তিনি সাধারণ অর্থে গ্রহণ না করে এক বিশেষ পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, যে সকল পদের ভাষাগত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব, সেই সকল পদ কখনও নাম হতে পারে না। নামের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'A name cannot be dissected any further: it is a primitive sign'[10] এর থেকে একথা বলা যায় যে, নাম হল ভাষার জগতে সরলতম প্রতীক। তিনি তাদের একক বর্ণ ('x', 'y', 'z') দিয়ে নির্দেশ করেছেন[11]।

জগত ও ভাষার সম্বন্ধ বা চিত্রতত্ত্ব: ভিটগেনস্টাইনের মতে, বচন হল কতকগুলি নামের সমাহার। কোন বচনে ব্যবহৃত সব শব্দের অর্থ জানা থাকলে অপরের সাহায্য ছাড়াই বচনটির অর্থ বোধগম্য হয়। বচনের অর্থ তার অঙ্গীভূত নামগুলোর অর্থের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ যোগ্য। এই কারণে ভাষা হয় নমনীয় এবং একই নামসমূহের ভিন্ন ভিন্ন রূপবিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন বাক্যার্থ উৎপাদন করতে পারে। ভাষায় নতুন নতুন বাক্য সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়, তবে এই বাক্যগুলিকে সচেষ্ট উদ্ভাবন বলা যায় না। কিন্তু কোন বচন নতুন অর্থ গ্রহণ করতে পারে, তবে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। কেননা, তা প্রকাশ করার জন্য 'Propositional Sign' প্রয়োজন। তাই ভিটগেনস্টাইন সঠিকভাবেই বলেছেন, যদি না কোন প্রতীকতন্ত্রে বিন্যস্ত করার কোন রীতি (Syntax) এবং বিভিন্নভাবে বিন্যাসযোগ্য উপাদান থাকে, তবে তা ভাষা বলে গণ্য হতে পারে না। তাঁর মতে, 'A sign is what can be perceived of a symbol.'[12]। বাক্যে ব্যবহৃত নাম হল প্রতীক (Symbol), কারণ নাম মাত্রই কোন বিষয়কে নির্দেশ করে। যা কিছু নিজেকে গৌণ করে অপর কিছুকে নির্দেশ করে বা প্রধান করে তোলে, তাই প্রতীক। প্রতীক সমন্বয়ের রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতীক বিন্যস্ত হয়ে ভাষা গঠন করে।

---

[8] 4.001, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[9] 4.22, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[10] 3.26, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[11] 'The names are the simple symbols, I indicate them by single letters (*x, y, z*). *Tractatus*.4.24

[12] 3.26, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

পশু-পাখির বহু শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু সমন্বয়ের রীতির অভাবে তারা ভাষা গঠন করতে পারে না। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কোন একটি নাম কেবলমাত্র একটি বস্তুকে নির্দেশিত করে থাকে। তাই তিনি বলেন, 'A name means an object.'[13] অতএব নাম কোন কিছুর বর্ণনা না করতে পারলেও বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে।

নাম কোন কিছুকে বর্ণনা করতে না পারলেও নামের সমন্বয়ে গঠিত বচন কিন্তু কোন না কোন ব্যাপারের বর্ণনা করে থাকে। কোন ব্যাপার বাস্তব নাকি অবাস্তব, তা একটি বচনের মাধ্যমে জানা সম্ভব। কোন বচনের তাৎপর্য বোঝার অর্থ হল ওই বচন দ্বারা বর্ণিত ব্যাপারটিকে জানা। আমরা কোন বচনকে দেখেই বলতে পারি বচনটি কোন ব্যাপারের বর্ণনা করছে। তবে ভিটগেনস্টাইনের মতে, এটি আমরা করতে পারি তখনই, যখন বচন বর্ণিত ব্যাপারের চিত্র হয়ে থাকে। বচন হল ভাষার অংশ, আর ব্যাপার হল জগতের অংশ। বচন যদি কোনভাবে ব্যাপারকে চিত্রিত করতে না পারে তবে ভাষার জগতের সঙ্গে ব্যাপারের জগতের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যবধান (epistemological gap) হবে প্রকৃতই অলঙ্ঘনীয়। এই প্রসঙ্গেই তিনি তাঁর চিত্রতত্ত্বের অবতারণা করেন এবং বলেন, 'A proposition is a picture of reality.'[14] তবে এখানে তিনি 'Picture' শব্দটির দ্বারা কোন সাধারণ চিত্রকে বোঝাতে চাননি, তিনি এই শব্দ দ্বারা 'Logical Picture' বা যৌক্তিক চিত্রকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে, কোন একটি বচনকে কোন একটি ব্যাপারের যৌক্তিক চিত্র হতে হলে তাদের মধ্যে তিনটি শর্তের থাকা প্রয়োজন। এই শর্তগুলি হল –

১. চিত্রের উপাদানগুলির সঙ্গে চিত্রিত ব্যাপারের বস্তুগুলির চিত্রতার সম্বন্ধ বা চিত্র-চিত্রিত সম্বন্ধ (Pictorial Relation) থাকতে হবে।
২. চিত্রের উপাদানগুলির মধ্যে এমন সম্বন্ধ থাকতে হবে যাতে একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থান গঠিত হয়। যাকে তিনি চিত্রের আকার (Pictorial Form) বলেন।
৩. চিত্র ও চিত্রিতের মধ্যে একপ্রকার সাদৃশ্য থাকতে হবে, যাকে তিনি যৌক্তিক আকার (Logical Form) বলেছেন।

চিত্রতার সম্বন্ধ বা চিত্র-চিত্রিত সম্বন্ধ: কোন ব্যাপারকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে হলে ব্যাপারটিতে যেসমস্ত বস্তু রয়েছে সেগুলিকে উপস্থাপিত করার জন্য প্রযোজনীয় উপাদান বা অংশ চিত্রটিতে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, চিত্রের উপাদান বা অংশের সংখ্যা চিত্রিতের উপাদানের তুলনায় বেশি বা কম হওয়া চলবে না। অর্থাৎ চিত্র ও চিত্রিতের উপাদান সংখ্যা সমান হতে হবে। চিত্রের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে চিত্রিতের কেবলমাত্র একটি অংশেরই অনুরূপতার সম্বন্ধ থাকবে এবং চিত্রে এমন কোন উপাদান থাকবে না যার সাথে চিত্রিতের কোন অংশেরই অনুরূপতা সম্বন্ধ নেই। সেটতত্ত্বের পরিভাষায় এইরূপ সম্বন্ধকেই 'ওয়ান-টু-ওয়ান-করেসপন্ডেন্স' (One-to-one-Correspondence) বলা হয়ে থাকে। মূলকথা হল এই যে, যতক্ষণ না একটি বিষয়ের উপাদানগুলিকে অপর বিষয়ের উপাদানের সূচকরূপে উপস্থাপিত করা হচ্ছে ততক্ষণ একটি অপরটির চিত্র হয়ে উঠতে পারে না। অর্থাৎ চিত্রের উপাদানের সঙ্গে চিত্রিতের উপাদানের

[13] 3.203, *Tractatus Logico-Philosophicus,* Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[14] 4.021, *Tractatus Logico-Philosophicus,* Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

মধ্যে এক সূচ্য-সূচক বা উপস্থাপক-উপস্থাপ্য সম্বন্ধ থাকবে, যাকে তিনি 'চিত্রতার সম্বন্ধ' (Pictorial Relation) বলে উল্লেখ করেছেন। চিত্রের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে এই সম্বন্ধের গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বলেন, 'The pictorial relationship consists of the correlations of the picture's elements with things'[15]।

চিত্রের আকার: একটি চিত্রের উপাদানগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উপাদানগুলির সন্নিবেশটিকে 'চিত্র' পদবাচ্য বলা যায় না। এই কারণেই একটি দেশের মানচিত্র হিসাবে ওই দেশের নদী, পাহাড়, শহর প্রভৃতির নামের তালিকা প্রদান করলেই চলে না। বরং যদি ওই নদী, পাহাড়, শহর ইত্যাদির অবস্থানগত সম্বন্ধকে চিহ্নিত করতে পারি, তবে ওই দেশের মানচিত্র পাওয়া সম্ভব হয়। তাঁর মতে, চিত্রের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত হলে চিত্রের সংস্থান তৈরি হয়। চিত্রের সংস্থান চিত্রিতের সংস্থানকে উপস্থাপিত করে। তবে একটি ব্যাপারকে নানান মাধ্যমে ব্যবহার করে চিত্রিত করা যায়। একটি মোটর বাইক ও একটি সাইকেলেই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে মাধ্যম ভেদে চিত্রের উপাদান বিন্যাস ভিন্ন ভিন্ন হবে। অর্থাৎ মাধ্যম ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমেও একই বিষয়কে চিত্রিত করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং ভিন্ন মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও উপাদানগুলি একই বিষয়গত সংস্থানটিকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়। চিত্রের সংস্থানকে উপস্থাপনা করার এই সম্ভবনাকেই তিনি 'চিত্রগত আকার' (Pictorial Form) বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, 'What the picture must have in common with reality in order to be able to represent it after its manner – rightly or falsely – is its form of representation.'[16] এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'The picture can represent every reality whose form it has'[17] তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, যে কোন দৈশিক চিত্র দৈশিকতা যুক্ত বাস্তব সত্তাকে চিত্রিত করতে পারে, বর্ণযুক্ত চিত্র বর্ণযুক্ত বাস্তব সত্তাকে চিত্রিত করতে পারে। অতএব, চিত্র ও চিত্রিত ব্যাপারের মধ্যে কোন না কোন প্রকার চিত্রগত আকারজনিত সাদৃশ্য থাকতেই হবে।

যৌক্তিক আকার: চিত্র ও চিত্রিত ব্যাপারের মধ্যে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হয়ে থাকে, সেই সাদৃশ্য কমও হতে পারে বেশিও হতে পারে। কিন্তু তাঁর মতে, যতটুকু সাদৃশ্য না থাকলে একটি ব্যাপার অপর একটি ব্যাপারের চিত্র হতে পারে না, চিত্র ও চিত্রিত ব্যাপারের মধ্যে সেইটুকু সাদৃশ্য থাকতেই হবে। যাকে চিত্রের যৌক্তিক আকার (Logical Form) বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ, বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে যে সাদৃশ্য থাকার জন্য বিভিন্ন চিত্রগত আকারের চিত্র একই বাস্তব ব্যাপারকে উপস্থাপিত করে, সেই সাদৃশ্যটিকেই চিত্রের যৌক্তিক আকার বলা হয়। যে কোন চিত্রের সঙ্গেই চিত্রিত ব্যাপারের যৌক্তিক আকার সমান হয়ে থাকে। এই জন্যই যৌক্তিক আকার হল চিত্রের আকারের অংশবিশেষ। যে কোন চিত্রই যৌক্তিক আকারের মাধ্যমেই ব্যাপারের

---

[15] 2.1514, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[16] 2.17, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[17] 2.171, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

বর্ণনা করে থাকে। এজন্য যৌক্তিক আকারের বর্ণনা করা চিত্রের দ্বারা সম্ভব নয় এবং চিত্রের আকারও চিত্রের দ্বারা চিত্রিত করা সম্ভব নয়।

ভিটগেনস্টাইনের মতে, একটি বচনকে একটি ব্যাপারের চিত্র হতে হলে উপরিউক্ত তিনটি শর্তের প্রয়োজন। বচন ও ব্যাপারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের মাধ্যম প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, '...the proposition as a projection of the possible state of affairs.'[18] সাধারণত তিনি বাচনিক চিহ্নকে সম্ভাব্য ব্যাপারের অভিক্ষেপণ বলতে চেয়েছেন। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে এভাবে, স্বরলিপির ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ লিপি বা চিহ্ন বিশেষ বিশেষ ধ্বনি নির্দেশ করে, ঠিক একইভাবে বচনের ক্ষেত্রে বচনের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ নাম বিশেষ বিশেষ বস্তুকে নির্দেশ করে থাকে। যেমনভাবে স্বরলিপি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ একটি গান কখনও প্রকাশিত নাও হতে পারে, তেমনভাবেই বচনপ্রতীক থাকা সত্ত্বেও বচন দ্বারা উত্থাপিত ব্যাপারটি নাও থাকতে পারে অর্থাৎ মিথ্যা হতে পারে। আবার যেমন স্বরলিপির দিকে তাকিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি বুঝতে পারেন সংশ্লিষ্ট গানটি কেমন শোনাবে, তেমনি বচনের দিকে তাকিয়ে একজন সাক্ষর ব্যক্তি বুঝতে পারেন বাক্যটি সত্য হলে বর্ণিত ব্যাপারটি কিরূপ হবে। এই যে স্বরলিপির ক্ষেত্রে যে নিয়মকে জানলে একজন সঙ্গীতজ্ঞ কোন স্বরলিপির পর কোন স্বরলিপি কিভাবে সাজালে তার থেকে কোন ধ্বনি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গানের আকার ধারণ করবে, সেই নিয়মই হল অভিক্ষেপনের নিয়ম। আবার বচনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, যে নিয়মের প্রেক্ষিতে একজন সাক্ষর ব্যক্তি কোন নামের পর কোন নামকে কিভাবে বসালে তা একটি অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যাপারকে প্রকাশ করবে তা বোঝে, সেই নিয়মকেই অভিক্ষেপণের নিয়ম বলতে হবে। এই নিয়মই চিত্র ও চিত্রিত ব্যাপারের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং একটি নির্দিষ্ট চিত্র একটি নির্দিষ্ট ব্যাপারকে চিত্রিত করে থাকে।

ভাষা ও জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ভিটগেনস্টাইনের বক্তব্য ছিল এই যে, ভাষার মাধ্যমে জগতের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব। তার এরূপ বক্তব্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে আমরা জগত ও ভাষার বিশ্লেষণ করে এই বিষয়টি বুঝতে পারি যে, ভাষা ও জগতের মধ্যে এক অনুরূপতার সম্বন্ধ অবশ্যই বিদ্যমান। কেননা, জগতের অধিকাংশ ব্যাপার যেমন যৌগিক, তেমনি আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করি সেই ভাষার মধ্যেও অধিকাংশ বচনও যৌগিক। যৌগিক ব্যাপারকে বিশ্লেষণ করতে করতে ধাপে ধাপে অন্তিম পর্যায়ে যেমন সরলতম অবিশ্লেষণযোগ্য ব্যাপাররূপে মৌলিক ব্যাপার পাওয়া যায়, যাকে আর অন্য কোনো ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা যায় না; তেমনি যৌগিক বচনকেও বিশ্লেষণ করতে করতে ধাপে ধাপে সর্বশেষ পর্যাযে সরলতম ও অবিশ্লেষণযোগ্য বচনরূপে মৌলিক বচনকে পাওয়া যায়, যাকে আর অন্য কোন বচনে বিশ্লেষণ করা যায় না। মৌলিক ব্যাপারগুলি যেমন জগতের আদিমতম ও সরলতম একক বস্তুর দ্বারা গঠিত, একইভাবে মৌলিক বচনগুলিও ভাষার আদিমতম ও সরলতম প্রতীক নাম দ্বারা গঠিত। ভাষা ও জগতের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ থাকায় ভাষার সঙ্গে জগতের অভিক্ষেপণের ভাবটিও স্বীকার করতে হয়। তবে এই অভিক্ষেপণের ভাবটি সরলতম বচনের সঙ্গে সরলতম ব্যাপারের ক্ষেত্রে প্রকটিত হয়ে থাকে। কেননা, ভিটগেনস্টাইন মনে করেন, মৌলিক বচনগুলিই মৌলিক ব্যাপারকে বর্ণনা করতে পারে। বর্ণনার ক্ষেত্রটিতেই অভিক্ষেপণের নিয়মটি কার্যকর হওয়ায় চিত্রতার সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে একটি মৌলিক

[18] 3.11, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

বচন একটি মৌলিক ব্যাপারের চিত্ররূপে বর্ণিত হয়ে থাকে। তিনি বচন ও ব্যাপারের সম্পর্ক বিষয়ে চিত্রতত্ত্বের উপস্থাপনে একথাই প্রতিপাদন করতে সর্বাগ্রে প্রয়াসী হয়েছেন যে, বচন সর্বাংশেই একধরণের চিত্র। তাঁর মতে, 'The proposition only asserts somethings, in so far as it is a picture.'[19] অর্থাৎ বচন একধরণের চিত্র হওয়ায় বচনের দ্বারা কোন কিছুকে বর্ণনা করা সম্ভব হয়ে থাকে। যে কোনো চিত্রের ক্ষেত্রে একথা সত্য যে, চিত্রটিকে যদি চিত্র রূপে বোঝা যায় তাহলে সেই চিত্রের দ্বারা কোন ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। অনুরূপভাবে, যদি একটি নামের সমষ্টিকে বচন বলে বোঝা হয়, তাহলে সেই বচন দ্বারা কোন ব্যাপার বর্ণিত হয়েছে তাও বোঝা যায়। কেননা, একটি বচন যে ব্যাপারকে উপস্থাপিত করে, সেই বচনের সঙ্গে সেই ব্যাপারের একটি স্বরূপগত সম্বন্ধ থাকে।[20] একটি বচন একটি ব্যাপরের চিত্র হয় বলেই একটি বচনের সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে। তাই তিনি বলেন, 'The proposition shows its sense.'[21]।

তবে, ভিটগেনস্টাইনের মতে, বস্তু হল জগতের ভিত্তিস্বরূপ এবং নাম হল ভাষার ভিত্তিস্বরূপ। তাই নাম ও বস্তুর সম্বন্ধ হল ভাষা ও জগতের সম্বন্ধের মূল ভিত্তি। এইজন্যই নামগুলির দ্বারা বস্তুগুলি নির্দেশিত হয়। তাই বস্তু হল নামের অর্থ। এ প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইন বলেছেন, 'A name means an object. The object is its meaning.'[22] কিন্তু ভাষায় এমন অনেক নাম আছে, যারা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুকে নির্দিষ্ট ভাবে নির্দেশ করতে পারে না এবং তাদের অনুরূপ বস্তুও জগতে থাকে না। যেমন, ভাষায় ব্যবহৃত 'পাঁচ', 'ত্রিভুজ' প্রভৃতি নাম হিসাবে ব্যবহৃত হলেও তাদের দ্বারা কোনো বস্তু নির্দেশিত হয় না। আবার দৈনন্দিন ভাষায় এমন অনেক পদ বা শব্দ আছে যেগুলির ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিধি প্রণয়ন করা যায় না। যেমন, 'সময়', 'পরিমাণ' প্রভৃতি। তিনি বলেন যে, এই সমস্ত নামের ব্যবহার ব্যাখ্যার জন্য যখনই কোন অনুগত নিয়ম প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়, তখনই দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।[23] এই সকল সমস্যার কথা চিন্তা করেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, সমস্ত নামের সঙ্গে তাদের অর্থের সম্বন্ধ কোনভাবেই নাম ও বস্তুর সম্বন্ধের অনুরূপ নয়।

নাম ও বস্তুর সম্বন্ধ যদি ভাষা ও জগতের সম্বন্ধের মূল ভিত্তি না হয় তাহলে নাম দ্বারা গঠিত মৌলিক বচনের মাধ্যমে বস্তু দ্বারা গঠিত মৌলিক ব্যাপারের বর্ণনা সম্ভব হবে না। ফলে মৌলিক বচনের নির্দিষ্ট অর্থ

---

[19] 4,03, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[20] 'The proposition communicates to us a state of affairs; therefore, it must be essentially connected with state of affairs. *Tractatus*, 4.03

[21] 4,022, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[22] 3.203, *Tractatus Logico-Philosophicus*, Ludwig Wittgenstein, Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.

[23] 'What causes most trouble in philosophy is that we are tempted to describe the use of important 'odd-job' words as though they were words with regular functions. *The Blue and Brown Books*. P-44

নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। কেননা, বাস্তব জগতে এমন অনেক নাম আমরা ব্যবহার করি যে নামগুলি কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না। যেমন – 'পাঁচটি আপেল'। এখানে 'পাঁচ' নামটি কোন বস্তুকে নির্দেশ করে না, তা সত্ত্বেও এই বচনটি একটি ব্যাপারকে নির্দেশ করে থাকে। তাই নাম মাত্রই কি তা সর্বদা বস্তুকে নির্দেশ করবে? – সেই বিষয়ে একটা সন্দেহের অবকাশ থাকেই যায়।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

1) Wittgenstein, Ludwig, *Tractatus Logico-Philosophicus,* Trans by C. K. Ogden, Pub by Chiron Academy Press, Wisehouse 2016 – Sweden.
2) Wittgenstein, *Ludwig,Tractatus Logico-Philosophicus,* Trans by D.F. Pears & B.F. Mcguiness, Routledge & Kegan Paul Limited, 1961.
3) Black, Max, *A Companion to Wittgenstein's Tractatus*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1964
4) Copi, Ivring M. & R. W. Beard (eds), *Essays on Wittgenstein's Tractatus*, Macmillan Publishing Co, Inc. New York, 1966
5) Hacker, P. M. S & G. P. Baker, *Wittgenstein: Understanding and Meaning,* Basil Blackwell, Oxford, 1980.
6) Hintikka, Merill B. Hintekka & Jaakko Hintikka, *Investigating Wittgenstein,* Basil Blackwell, Orford, 1989
7) Pitcher, George, *The Philosophy of Wittgenstein,* Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1985
8) Moore, G. E., 'Wittgenstein's Lectures in 1930-33' in Philosophical Papers, Allen & Unwin, London, 1959
9) Wittgenstein, Ludwig, *Philosophical Investigation,* Trans by G. E. M. Anscombe, Blackwell, Oxford, 1963
10) Griffin, James., *Wittgenstein's Logical Atomism,* Oxford University Press, Oxford, 1964
11) সরকার, প্রহ্লাদ কুমার ও সোমনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদনা), ভিটগেনস্টাইনের দর্শন, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, কলকাতা, ১৯৯০
12) সরকার, তুষারকান্তি ও শেফালী মৈত্র ও ইন্দ্রাণী সান্যাল (সম্পাদনা), হ্বিটগেনস্টাইন (জগৎ, ভাষা ও চিন্তন), এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, যাদবপুর , কলিকাতা, ১৯৯৮